দৈনিক সংবাদ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

০১ 2002

দ কী য়

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মঙ্গলবার বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধকালে আহত ১৮ জন শিক্ষক ও পরিদর্শকের প্রত্যেকের হাতে ২৫ হাজার টাকার একটি করে চেক দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সবধরনের পাবলিক পরীক্ষাকে নকলের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের 'সাহসিকতাপূর্ণ' কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং তাদের চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকা দিয়েছেন। উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। তবে এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় মনে রাখা ভাল। নকল প্রতিরোধ করার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর-বাইরে বহু শিক্ষক ও কর্মকর্তা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং আহত হয়েছিলেন। তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'পুরস্কৃত' হলেন। তাই এটাকে প্রতীকী পুরস্কার বলেই মনে করা উচিত। অন্য বিষয়টি হলো, নকল প্রতিরোধ শিক্ষক ও পরিদর্শকদের স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এখানে 'সাহসিকতার' প্রশ্নটি অবান্তর। তবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে নকল ধরা এবং বহিষ্কার করতে 'সাহস' সঞ্চয় করতে হয়। এসব সত্ত্বেও যেসব আহত শিক্ষক ও পরিদর্শক নকল প্রতিরোধের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের অভিনন্দন।

যে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করলেন না, তাহল নকল প্রতিরোধ উপলক্ষে যারা শিক্ষক এবং পরিদর্শকদের আহত ও লাঞ্ছিত করেছিল তাদের বিচার হলো কিনা এবং তাদের মধ্যে কতজন শাস্তি পেয়েছে। শিক্ষক ও পরিদর্শকরা নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে 'অ্যাসল্ট অ্যান্ড ব্যাটারি' বা হামলার শিকার হয়েছেন। যারা এসব দুষ্কর্মের জন্য দায়ী তাদের মধ্যে ছাত্র ও অছাত্র দুই-ই আছে। দেশের প্রচলিত আইনে তাদের বিচার হওয়া উচিত। আমাদের পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা কি তাদের সবাইকে জালে ফেলতে পেরেছে। এদের সবার যদি উপযুক্ত শাস্তি না হয় তবে নকলকে উপলক্ষ্য করে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। আমরা বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এসব দুষ্কর্মের জন্য 'কোমলমতি' পরীক্ষার্থী বলে কাউকেই ছাড় দেয়া উচিত নয় এবং শুধু 'বহিষ্কারই' যথেষ্ট নয়।

এদেশে সবধরনের পরীক্ষায় কি করে নকল প্রতিরোধ করা যায় তার কার্যকর উপায় এখনও বের করা যায়নি। নকলের জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। নকলে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক, পরিদর্শক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাস্তির বিধান করা হচ্ছে; কিন্তু অসাধু উপায় বন্ধ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বললেন, শিক্ষকরা যদি ক্লাসে যথাযথ শিক্ষা দেন এবং নকলের বিরূপ প্রভাব তুলে ধরেন তাহলে ছাত্রদের নকল থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। বিষয়টি একটা দিক মাত্র। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরেও দেশে প্রতি বছর বহু ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেগুলোতে দেশের শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করেন। এসব পরীক্ষায়ও নকল ও অসাধু উপায় অবলম্বনের ছড়াছড়ি। সব মিলিয়ে পরীক্ষায় নকল করা একটা 'সামাজিক' ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অন্য সকল ব্যাপারের মতো পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষক ও পরিদর্শকরা যেভাবে লাঞ্ছিত ও আহত হচ্ছেন, তা এর একটা নিদর্শন মাত্র। অসাধু উপায় ও সন্ত্রাস আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দিন-দিন যেভাবে পঙ্গু করে ফেলছে, এর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া উচিত।